জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, অভিযোজন সম্পর্কিত অনেক গবেষণা, উদ্যোগ, প্রকল্প, কার্যক্রম, পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ চর্চা এবং উদ্ভাবনগুলি হল:

- সুরক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা
- গ্রামের সাধারণ বন ব্যবস্থাপনা
- সমাজভিত্তিক প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার
- সমাজভিত্তিক হিজল-করচের বাগ পুনর্নির্মাণ উদ্যোগ
- সমাজভিত্তিক মাছের অভয়াশ্রম

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (ভূমি, পানি, বায়ু প্রভৃতি) সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এবং একটি উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত হয়। রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে সফলতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন সম্ভব। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট ১৪: জলজ জীবন এবং অভীষ্ট ১৫: স্থলজ জীবন জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

যোগাযোগঃ

জনাব মোঃ জিয়াউল হক

পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

কারিগরি এবং অর্থায়নে সহায়ক সংস্থাঃ গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)

www.rio.doe.gov.bd facebook /rio.conventions.project youtube/channel/RioProject

জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন

জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন

জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন একটি "রিও কনভেনশন" ("Rio Convention"), ১৯৯২ সনের ৫ জুন জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক ধরিত্রী সম্মেলন বা Earth Summit-এ কনভেনশনটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৯৩ সনের ৪ জুন পর্যন্ত কনভেনশনটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং ঐদিন পর্যন্ত ১৬৮টি দেশ কনভেনশনটি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৩ সনের ২৯ ডিসেম্বর কনভেনশনটি কার্যকর হয়। টেকসই উন্নয়নে পৃথিবীর সচেতন জনগণের দৃঢ় সংকল্পেরই বহি:প্রকাশ হচ্ছে জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এর বিভিন্ন উপাদানের টেকসই ব্যবহার এবং কৌলি সম্পদ ব্যবহারে উপযুক্ত ও ন্যায়ানুগ উপকার ভোগ ও বিতরণ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন-এর একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৯২ সনের ৫ জুন কনভেনশনটি স্বাক্ষর এবং ১৯৯৪ সনের ৩ মে তারিখে অনুসমর্থন করে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব, তিনটি রিও কনভেনশনের জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট বা সরকার মনোনীত ব্যক্তি।

কনভেনশনের উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে-

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- জীববৈচিত্র্য বিভিন্ন উপাদানের টেকসই ব্যবহার
- উপযুক্ত ও ন্যায়ানুগতভাবে কৌলি সম্পদ ব্যবহার, ভোগ ও বিতরণ।

কনভেনশনটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত দুইটি প্রটোকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের আওতায় জীব নিরাপত্তা, সম্পর্কিত "Cartagena Protocol"। এটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আধুনিক জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট জীবিত এবং পরিবর্তিত অর্গানিজমের নিরাপদ ব্যবহার, পরিবহন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনিয়ন্ত্রিত এসব কার্যক্রম জীববৈচিত্র্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে যা প্রকারান্তরে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি ২০০০ সনের ২৯ জানুয়ারি তারিখে গৃহীত হয় এবং ২০০৩ সনের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে কার্যকরী হয়।
- অধিকার, কৌলি সম্পদ সংক্রান্ত নাগোয়া প্রটোকল (The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources) হলো ন্যায়সঙ্গত সুবিধা বন্টন। এটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যার লক্ষ্য হচ্ছে কৌলি সম্পদ ব্যবহারের সুবিধা ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন নিশ্চিত করা। অনুসমর্থন সংক্রান্ত ৫০তম দলিল দাখিলের ৯০ দিন পর ২০১৪ সনের ১২ অক্টোবর চুক্তিটি কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের উদ্যোগ

বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশ ব্যবস্থার সম্মিলন স্থল আছে। যা ইংরেজিতে Ecotone বলে। এই অঞ্চল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশে স্থলজ পরিবেশ, ভূপৃষ্ঠস্থ ও উপকূলীয় জলা প্রতিবেশ ও সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রতিবেশ বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশে ৪০টি সংরক্ষিত এলাকা, ১৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং ২৫টি জৈব-প্রতিবেশ (bio-ecological) জোন রয়েছে। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে নানান কারণে জীব বৈচিত্র্যের অনেক প্রজাতি বিলুপ্তি হয়েছে, কিছু কিছু প্রজাতি বিপন্ন ও বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় প্রতীয়মান হয় যে, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (UNCBD) এর মূল নীতিমালা এবং দায়বদ্ধতা মূলধারায় সম্পৃক্ত করণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ইতোমধ্যে আর্টিক্যাল ১৮ক ধারা সংযোজিত হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে:

> **১৮কঃ রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।**

সংবিধানের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত নিম্নোক্ত পলিসি বা নীতিমালা গ্রহণ করছে। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিষয়াদি বাংলাদেশের সেক্টর নীতিমালা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অন্যান্য উন্নয়ন এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত নীতিমালাসমূহে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮
- জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (NBSAP), ২০১৬-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল (NSDS), ২০১০-২০২১
- বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭
- সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬
- বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২
- বণ্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২
- জাতীয় জীব নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৭